বৃহস্পতিবার, ১২ জুলাই ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৯৫

৪ দিন জলের তলায় মুম্বই, গলদ নিকাশি ব্যবস্থায়

টানা চারদিন আকোরে বৃষ্টি হওয়ায় দেশের আর্থিক রাজধানী মুম্বইয়ের জনজীবন বিপর্যস্ত। মুম্বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত রাস্তা জলের তলায়। যানবাহন চলছে না বলেই ধরে নেওয়া যায়। বেশকিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে লাইনে জল জমার জন্য। অন্যান্য ট্রেনগুলি বিলম্বে চলছে ১০ থেকে ১৫ মিনিট। থানে ও পালঘরে প্রবল বৃষ্টির জন্য সমস্ত স্কুলে ছুটি দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শহরের আইকনিক ডাব্বাওয়ালারা অফিসে অফিসে লাঞ্চবক্স বিলি বন্ধ রেখেছে। সোমবার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের চেয়ে পাঁচ দফা বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে মুম্বইয়ে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই বর্ষা চলবে বলে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বলেছেন, যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য এবং জলমগ্ন মানুষকে উদ্ধারে নৌবাহিনী এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সকে তৈরি থাকতে বলা হয়েছে।

এদিকে বাসাই এবং বিরারের মধ্যে জল জমার দরুন শহরতলির ট্রেন বন্ধ রাখা হয়েছে। পশ্চিম রেলের একজন মুখপাত্র বলেন, জল জমা হওয়ায় দক্ষিণ মুম্বইয়ের ব্যস্ততম অঞ্চল চার্চ গেট থেকে ভাসাই পর্যন্ত সব ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্রেন চলাচল বিলম্বে ঘটছে। রেলের একজন মুখপাত্র বলেন, চার্চ গেট থেকে বরিভলি ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে। এছাড়া মধ্যরেলে শহরতলি অঞ্চলের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক বলে জানানো হয়। মহারাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী বিনোদ তাওড়ে জানিয়েছেন, সমস্ত স্কুলের অধ্যক্ষদের বলা হয়েছে নিজের নিজের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য এবং অবস্থা বুঝে স্কুল বন্ধের নির্দেশ দেবেন। মুম্বই ডাব্বাওয়ালা অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র সুভাষ তালেকার বলেছেন, রাস্তায় কোমর সমান জল হওয়ায় আমরা সাইকেল চালিয়ে যেতে পারিনি। এর ফলে আমাদের কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। মুম্বইয়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঝোড়ো হাওয়া এবং তুমুল বৃষ্টিপাতের খবর আসছে। বৃহত্তর মুম্বই, থানে, রায়গড়, পালঘর ইত্যাদি অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি সমানে চলছে বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যায়। বিঘ্নিত হয়েছে বিমান চলাচলও। আসলে মুম্বই ধারাপাত নতুন নয়। কিন্তু সংস্কার দরকার মান্ধাতা আমলের নিকাশি ব্যবস্থার।

আমার ধর্ম আমাকে মানবিক হতে বাধা দেয় না

সেখ হাসান ইমাম
পর্ব ১

প্রথমেই বলা দরকার, আমার ধর্ম কী। আমাদের প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় জবাব দিই –

'আল্লাহ আমার প্রভু। আমার নাহি নাহি ভয়,
আমার নবী মুহম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়
আমার কিসের শঙ্কা
কোরআন আমার ডঙ্কা
ইসলাম আমরা ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।''

এখন এটা স্পষ্ট হল যে, আমার ধর্ম ইসলাম এবং আমি একজন মুসলমান।

এখন প্রশ্ন, আমার ধর্ম ইসলাম কি আমাকে মানবিক হতে বাধা দেয়? এর উত্তরে প্রথমেই ইসলাম কী তা জানতে হবে। সিলম্ শব্দ থেকে ইসলাম শব্দটির উৎপত্তি–যার অর্থ কোনও ত্রুটি কিংবা ক্ষতিকর জিনিস থেকে মুক্ত থাকা। সিলম্ থেকে সালামাহ্– যার অর্থ নিরাপত্তা ও সুস্থতা। সিলম্ থেকে আরও এসেছে সালাম, যার অর্থ–শান্তি। ইসলাম বলতে আত্মসমর্পণও বোঝায়। সুরা আল ইমরানের ১৯ নং ও ৮৫ নং আয়াতে 'ইসলাম' শব্দের উল্লেখ আছে। সহি হাদিসে 'মুসলমান' শব্দটি বহুবার পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাতে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে শান্তি লাভ করে, সেই সত্যিকার মুসলিম।

এখন দেখতে হবে, ইসলামে মানবতার স্থান কোথায়। ইসলাম কি একজনকে মানবিক হতে বাধা দেয়? যে ধর্ম ঘোষণা করেছে– ''সমগ্র মানবমণ্ডলী একজাতি''– (সুরা-বাকারাহ, আয়াত-২১৩), যে ধর্ম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, ''হে মানব আমি তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার'' (সুরা হুজরাত, আয়াত-১৩), সেই ধর্ম তার অনুসারীকে মানবিক হতে বাধা দেবে? আল্লাহতায়ালা বিশ্বনবীকে পাঠিয়েছেন বিশ্বের কোনও সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য করুণা স্বরূপ পাঠানো হয়েছে। ''আমা আর সালনাকা ইল্লা রাহমতুল্লিল আলামীন'' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত-১০৭)। একবার সাহাবীরা বললেন, হে আল্লার রসুল, বিধর্মীরা আপনার সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করছে, আপনি ওদের অভিশাপ দিন। উত্তরে মহানবী বললেন, ''আমি কাউকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য আসিনি।''

একজন মুসলমানের সঙ্গে আর একজন মুসলমান কতটা মানবিক হবেন, সেটা প্রথমে জানা দরকার। বিদায়ী হজের পর আরাফতের ময়দানের সমবেত লক্ষাধিক ভক্তের সামনে (৬৩২ খ্রিঃ ১৯ মার্চ) বিশ্বনবী বললেন, ''হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, মনে রেখো, সকল মুসলমান ভাই-ভাই, কেউ কারো চেয়ে ছোট বা কেউ কারও চেয়ে বড় নয়। তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। তাই একজনের জিনিস তার ভাইয়ের কাছেও বিধিসম্মত নয়, যদি তা ভাল মনে দান না করা হয়। নারী ও দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। নেতাকে অমান্য কোরো না। সে যদি ক্রীতদাসও হয় তার নির্দেশ মেনে চলবে। এখন থেকে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ (যা প্রচলিত ছিল) নিষিদ্ধ করা হল।'' একটি হাদিস ''রোগীর সেবার জন্য ১ মাইল যাও। বিবাদ-মীমাংসার জন্য ২ মাইল যাও, তোমার মুসলমান ভায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ৩ মাইল যাও''... এখানে দূরত্ব গুরুত্ব নির্দেশ করছে। ''যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার হতে নিরাপদ নয়, সে বেহেস্ত যেতে পারবে না।'' (–মুসলিম শরীফ)। ''তোমাদের মধ্যে কেহ প্রকৃত মোমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, ভাই ও প্রতিবেশীর জন্য তাই পছন্দ করে।'' (–বোখারীও মুসলিম শরীফ)। ''মুসলমান ওই ব্যক্তি যার হাত ও রসনা থেকে মুসলমান তথা মানুষ নিরাপদে থাকে। (–বোখারী ও তিরমিযী শরীফ)।''

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, ''যারা আল্লাহর ইবাদত করার প্রতিশ্রুতির পর তা ভঙ্গ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাদের উপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপ (–সুরা-রাদ আয়াত-২৫)।'' তাহলে আমরা দেখছি যে, একজন মুসলমানের সঙ্গে আর একজন মুসলমান যাতে পুরোপুরি মানবিক আচরণ করে, সেইজন্য কোরআন এবং হাদিসে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরও অনেক আয়াত ও হাদিস তুলে ধরা যায়। স্থানাভাবের কথা ভেবে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলাম। প্রসঙ্গত বলি, ইসলামের সঙ্গে সাম্যের সাম্যের আদর্শ সব শ্রেণির মুসলমানকে একতাবদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে ধরছি, "As soon as a man becomes a Mohamedan, the whole of Islam receives him as a brother with open arms without making any distinction which no other religion does"- Swami Vivekananda - The way of the realisation of a universal religion, delivered in the universalist church pasadena - California 24 January-1900.

অমুসলিমদের সঙ্গে ব্যবহারে ইসলামের পথ নির্দেশনা কী? এমন প্রচার আছে যে, কাফেরদের দেখলেই মারতে বলা হয়েছে। যারা এ ধরনের প্রচার করে তারা ভুল উদ্ধৃতি দেয় ও ভুল ব্যাখ্যা করে। যেমন সুরা আত্তাওবার ৫নং আয়াতে আছে ''অতঃপর (যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য) নিষিদ্ধ মাসগুলি পার হয়ে যাবে, তখন চুক্তিভঙ্গকারী অংশীদারীদের হত্যা কর (যেখানে তাদের পাও)। এটা পুরোপুরি যুদ্ধের নীতি। চুক্তি ভঙ্গকারী শঠতার আশ্রয় নিয়েছে এবং আক্রমণ করেছে। সেক্ষেত্রে প্রতি আক্রমণে হত্যা কর। কিন্তু পরের ৬নং আয়াতে আছে, ''কিন্তু অংশীদারীদের মধ্যে কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তুমি তাকে আশ্রয় দিও। তারপর তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিও।'' ক্রমশ

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

গিরিশকে ব্যাজ দেখিয়া ঠাকুর একটু চুপ করিলেন। তেজচন্দ্রকে বলিতেছেন, তুই একটু কাছে এসে বোস।

তেজ চন্দ্র কাছে এসে বসলেন, কিয়ৎক্ষন পরে মাষ্টারকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছেন, আমায় যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)-ও কি বলছে?

মাষ্টার–বাড়িতে যেতে হবে, তাই বলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ–আমি ওদের অত টানি কেন? ওরা নির্মল আধার–বিষয় বুদ্ধি ঢোকেনি। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে উপদেশ ধারণা করেতে পারে না। নূতন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায়, দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়।

''যে বাটিতে রসুন ওলেছে, সে বাটি হাজার ধোও, রসুনের গন্ধ যায় না।''

শ্রীরামকৃষ্ণ ষ্টার থিয়েটারে-বৃষকেতু অভিনয় দর্শনে, নরেন্দ্র, প্রভৃতি সঙ্গে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃষকেতু অভিনয় দর্শন করিবেন। বিডন স্ট্রীটে যেকানে পরে মনোমোহন থিয়েটার হয়, পূর্বে সেই মঞ্চে ষ্টার-থিয়েটার অভিনয় হইত। থিয়েটারে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বক্সে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়াছেন। মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা কাছেই বসিয়াছেন।

দিনপঞ্জিকা

২৭ আষাঢ়, ভাঃ ২১ আষাঢ়, **১২ জুলাই**, ২৭ আহার, সংবৎ ১৪ আষাঢ় বদি, ২৭ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩। **বৃহস্পতিবার**, চতুর্দ্দশী দিবা ঘ ১১।২৪ মিঃ। আদ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪২ মিঃ। ধ্রুবযোগ দিবা ঘ ১।৩৮ মিঃ। শকুনিকরণ, দিবা ঘ ১১।২৪ গতে চতুষ্পাদকরণ, রাত্রি ঘ ১০।১২ গতে নাগকরণ। **জন্মে**—মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মহান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী মঙ্গল দশা, রাত্রি ঘ ১০।৪২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। **মৃতে**—দোষ নাই, রাত্রি ঘ ১০।৪২ গতে ত্রিপাদদোষ। **যোগিনী–পশ্চিমে**, দিবা ঘ ১১।২৪ গতে ঈশানে। **কালবেলাদি** ঘ ৩।৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।৪৩ গতে ১।৩ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই। **শুভকর্ম্ম**— দিবা ঘ ১১।২৪ মধ্যে দীক্ষা। **বিবিধ**— চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট এবং আমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ১১।২৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **অমাবস্যার নিশিপালন।** সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। দিবা ঘ ১১।২৪ মধ্যে। দিবা ঘ ১১।২৪ গতে **পুরী ঠাকুরবাড়ীর শ্রী 'গদাধর পন্ডিতের তিরোভাব তিথি। শ্রী ঈশ্বর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর তিরোভাবোৎসব। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের তিরোধান দিবস** (২৭ আষাঢ়, ১৩৪৪ সন)। **মাহেন্দ্রযোগ**– দিবা ঘ ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। **অমৃতযোগ**–দিবা ঘ ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।০৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৭ আষাঢ়, ভাঃ ২১ আষাঢ়, ১২ জুলাই, ২৭ শওয়াল, ২৭ আহার, উঃ ৫।০১, অঃ ৬।২১, বৃহস্পতিবার, চতুর্দ্দশী দি ঘ ১১।২৩, সেহ্‌রী শেষ ৩।২৮ ইফ্‌তার শেষ ৬।২৯।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

জীবনানন্দের কবিতায় যৌন আবহ

পার্থসারথী হাটী
পর্ব ১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঁশি কবিতার নায়ক। খেতে পান দত্তদের বাড়ির ছেলে পড়িয়ে। অর্থ সামর্থ্যে দুর্বল। অথচ অন্তরমহলে প্রেমের নিত্য আসা যাওয়া। সে নায়ক প্রেম-পীড়িত যৌবন নিয়ে 'পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর, কামনা উদ্দীপিতা নারীকে দেখল, তবু সৃষ্টি উৎসের কামপ্রবাহে তার পায়ের পাতাও ডুবলো না। প্রেম থেকে শরীরের বিয়োজন এবং বিরাহের অসীম মাধুর্য রাবীন্দ্রিক প্রেমের রাজপাট। আবার একথাও স্বীকার্য Content এর ভাবনায় সৃজনমুখীনতা ও প্রত্যাবর্তন দুইই আছে। নতুনের আবাহন ও কালের শীঘ্রদৃষ্টির প্রতি সুবিচার তার সংশয় ও প্রত্যাশায় সমুজ্জ্বল। কিন্তু সমকালের কুক্ষি ও দৃষ্টি, পথচারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবব্রত থেকে অতিক্রান্ত বা নিষ্ক্রান্ত হতে চাইছিল-একথা সহজসত্য। তবে রবীন্দ্রভাবব্রত অতিক্রমণের ইতিবৃত্ত রচনা এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। প্রেমের মধ্যে, শরীরের কামনার মধ্যে, কামের নিত্যলীলাময়তার প্রকাশিত সত্যকে কবির অভিপ্রায়ে সংযুক্ত করে দেখানোই বিশেষ লক্ষ্য। আবহমানকালের এই শরীরীমাদকতার চরম প্রকাশ মোহিতলালেই।

'সৃষ্টির মূলে আছে কাম / সেই কাম দুর্জয় দুর্বার / যুপবদ্ধ পশু আমি'–দেহাত্মবাদের এই নিঃসংশয় ধ্বনিগুলি রাবীন্দ্রিক প্রেমরাজ্য পাটে ফাটল ধরিয়ে দেয়। যদিও দেহাতীত সংগীত শ্রবণে রবীন্দ্রভাবব্রতে প্রত্যাবর্তন তাঁরই জীবন পরিক্রমার সচল দর্শন। তবু এ কথা স্বীকার করা ভালো যে, এই কালপর্বেই রক্তমাংস সহ ভালোবাসার নব প্রেমরসায়ন বাংলা কাব্যে সুবোধ চেতনার প্রতি বিদ্রোহে প্রতিষ্ঠিত। কল্লোলের সাহিত্য দর্শনে তার প্রচার ও প্রসার। জীবনানন্দের কবিতায় পরতে পরতে যে যৌনতার আবহ ধরা আছে, তাই আমাদের আলোচ্য।

কবি অমিয় চক্রবর্তী জীবনানন্দের ভাবের মুক্তিদান প্রক্রিয়াকে 'বড়ই নতুন এবং নিজস্ব' বলে চিহ্নিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। সঙ্গয় ভট্টাচার্যের কথায় 'জীবনানন্দ আমাদের যুগের মনোভঙ্গির প্রথম কবি। সমকালীন মনজগতের সুস্পষ্ট প্রতিমান রচনার কারণেই রবীন্দ্রোত্তর কালের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতিত্ব জীবনানন্দের প্রাপ্য। এরমধ্যে রয়ে গেছে তার নতুন সুর। সেই সুরে যেমন উচ্চারিত 'সহিষ্ণুতা রবে। প্রেম রবে'–জাতীয় প্রেম প্রত্যয় তেমনি বিধৃত হয়ে আছে–

একদিন এসেছিলে –
দিয়েছিলে একরাত্রি দিতে পার যত' – জাতীয় এক দৈহিক উপঢৌগাতা। বিষয়ের দিক থেকে এই পেক্ষাপটটি 'যুগের মনোভঙ্গি'র রূপদানে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত চিরাচরিত আবহের মধ্যে শুধু জিজ্ঞাসা চিহ্ন নয়, বিস্ময়বোধও সংযুক্ত করেছিল। এই সংযোগ আসলে ছিল বিচ্ছিন্নতা, অবক্ষয় ও আন্তরিক পরিবর্তন বিক্রিয়া। জীবনানন্দের কবিতায় এই যুগচিহ্ন সবচেয়ে প্রকট। তাঁর কবিতায় প্রেমের রাবীন্দ্রিক আদর্শ বা অতীন্দ্রিয় আদর্শ প্রবল প্রচেষ্টায় থাকতে চাইলেও যুগের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী সর্বোচ্চ উপযোগিতার নিরিখে রবীন্দ্রনাথের নবসমীকরণ 'আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন' এই 'দুদণ্ড' ই যেন প্রেম প্রাপ্তির আঙ্কিক মানদণ্ডে পরিণত হল।

রবীন্দ্রনাথের মালবিকা কালিদাসের কাল থেকে উঠে এসে মালবদেশবাসিনী যেন কোনও নারী। মালবিকা কোনও দেহীরূপকে মূর্ত করে তোলে না। সেখানে জীবনানন্দের বনলতা তার স্থান, নাম ও পদবীতে এক বিশেষ নারীর দেহ রূপাশ্রয়ে প্রকাশিত। আর সেই দেহের অন্তর্গত চোখে ক্লান্ত প্রাণের আশ্রয় মূলত দৈহিক ভালোবাসার বৃত্তে মানুষ ও মানুষীর আশ্রয়। সে আশ্রয় নারীর মধ্যে পুরুষের, পুরুষের মধ্যে নারীর। জন্ম-মৃত্যু-মৈথুনের চক্রবর্তে দেহ নিশ্চয়ই অস্বীকৃত হতাশায় নয়। পাখির নীড় যেন ক্ষণ থেকে বর্ষআবাহন, সংশয় থেকে নিশ্চিন্ততার প্রত্যাশাভিমুখী। আবার পাখির এই নীড়ের মধ্যেই ডিম জন্মানোর জৈবিক ক্রিয়াটিও সম্পাদিত হয়। সুতরাং বংশবিস্তারের আকাঙ্খাজনিত যৌণচরণের প্রবৃত্তিটি 'পাখির নীড়ের' প্রতীকে মূর্ত হয়ে ওঠে। নবচেতনার আলোকধন্য বিবর্তন স্বরূপে প্রতিটি প্রাণীর জীবনচক্রকে এইভাবেই আমার মেনে নিই আন্তিত্ব রক্ষা বা বাঁচার প্রচেষ্টা-খাদ্যসংগ্রহ- যৌনজীবনাচরণ- বংশবিস্তার।

যদিও তার প্রেমচেতনা ব্যাপক অর্থে মানুষ ও মানুষীর দুটি মন সাপেক্ষ, তথাপি তা দেহরূপকে আশ্রয় করেই–

ক. কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
খ. 'পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে।'

জীবনানন্দের কবিতায় দেহ ও মন এভাবেই এক সূক্ষ্ম পর্দায় বিভাজিত হতে গিয়ে এক গভীর নিবিড়তায় বিধৃত। জীবনানন্দের কবিতায় রসাস্বাদনে পাঠকের হৃদয়াভিসারের ব্যাকুলতায় এই বিষয়টি উপেক্ষা করার নয়।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেই প্রকৃতির মানবীরূপ আমাদের চোখে তার সবটুকু রঙ নিংড়ে দেয়। জীবনের অন্তর্গূঢ় ব্যথার সামনে দাঁড়িয়ে কবি 'সেই পুরোহিত' যিনি প্রেমের প্রজ্জ্বলনে কামনাকে পূজায় পরিণত করেন। তিনি 'সেই পুরোহিত' যাঁর কাম্য হ'ল মানুষের জন্য মানুষীর হৃদয় গভীরতা। তবু তিনি মর পৃথিবীকে জীবনের ঐশ্বর্য দান করেন–'আমার সকল গান তবুও তোমায় লক্ষ্য ক'রে।' এখানে অগাধ জীবন যেন হৃদয়ের কথা নিয়ে ক্ষয়ের অভিমুখ পরিবর্তন করে। আরও এক গভীর জীবনের মুখোমুখি কবিহৃদয় 'দেহির স্বাদের কথা কয়'। এ শুধু কল্লোলের কালদোষ বা বয়ঃধর্ম নয়, প্রেম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী এক পরম অস্তিত্ব যাপন। কিন্তু 'ধারাপালক' পর্বে এই স্বাদই ছিল সম্ভোগমুখর-দেহ ছিল কামনার কালিদহ –

নটীরা ঘুমায়ছিল পুরে-পুরে– ঘুমে রাজবধূ,
চুরি ক'রে পিয়েছিল ক্রীতদাসী বালিকার যৌবনের মধু!
সন্ধ্যাঞ্জীর নির্দয় আখির দর্প বিদ্রুপ ভুলিয়া
কৃষ্ণতিথি-চাঁদিনীর তালে আমি ষোড়শীর উরু পরিশিয়া
লভেছিনু উল্লাস–উত্তরোল!

বিকেলেই আলো এসে হয়তো নষ্ট ক'রে দিয়ে গেল এই সাধের সময়। সম্ভোগের উল্লাস ও জীবনের উৎকেন্দ্রিক বিলাস মা-মাটি-মানবীর ত্রিবৃত্তে যৌন আবহকে তবু ধ'রে রাখে। 'তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল।' কবি দেখে নেন পাড়াগাঁর সেই সুন্দরীকে। উষ্ণতার জীয়নকাঠিতে যার 'বিয়োবার দেরী নাই'–কিম্বা যারা বুকের ওমে শীতলতা মুছিয়ে দেয়, কর্ষণের আনন্দে ধরে রাখে সৃষ্টির উত্তাপ–সেই সব 'আইবুড়ো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে'– ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বের নবচেতনা জীবনানন্দ। গাভিনীমায়ের রূপবহ থেকে আইবুড়ো মানবীর যৌনলোকে, আইবুড়ো মানবী থেকে মাতৃত্বের অঙ্গীকারের আবহমানতায় পাঠককে অনায়াসে পৌঁছে দেন। ক্রমশ

সম্পাদক সমীপেষু

সোনা রোদের গান

সোনা রোদের গান যখন ভেসে আসে দূর-দুরান্ত থেকে, মনটার ভিতর একটা আলাদা অনুভূতি এসে যায়। সেদিনের সেই কালজয়ী গানগুলি মনে হয় আবার নতুন করে শুনছি। গান যখন মনকে এক জগৎ থেকে অন্য জগতে পৌঁছে দেয়, তখন অনেক গানের কথাই মনে পড়ে যায়। কারণ এক বৈশাখেই দেখা হয়েছিল তিনজনের। একজন সুরকার, অপরজন গীতিকার, আর একজন গায়ক অথবা গায়িকা। এই তিন জনের সংমিশ্রণই বলতে পারে 'ও বাবু মশাই, এখন আমি কি গান শোনাই', টুং-টাং পিয়ানোয় যে সেই গানের কথায় ভেসে আসে। এখানে নদীর যেমন একটা ঝর্ণা থাকে,আবার ঝর্ণার পাশেই থাকে নদী। এই নদী থেকেও ঝর্ণা থেকেও সুরের আলাপ তৈরি হয়। এদের কথা কিছু কিছু বুঝে নিতে হয়, নতুন একটা সুরের সংযোজন হয়। মেঘ আর কুয়াশাতেও একটা সুরের সংস্পর্শ থাকে, একটি মেয়েরও সেই স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দিতেই এগিয়ে এসেছিলেন গানে গানে। তিনি গানেতেই বলেছিলেন, 'কেন বনকোয়েলা ডাকে' (আরোগ্য নিকেতন)। আবার তিনি এও বলেছিলেন, 'লাজে রাঙা হল কনেবউ গো' (পরিণীতা)। অষ্টাদশীর ছোঁয়ায় মন প্রাণ ঢেলে গানকে তুলে ধরতেন কণ্ঠেতে। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন অনেককথানি পথ (হীরে-মানিক)। এখানে বাংলা ছবির জন্য তিনি হিন্দিতে গান ধরলেন, পাশে পেয়ে গেলেন মান্না দে'কে। গুলজার সাহেব গানের কথা লিখলেন, নচিকেতা ঘোষের সুরে গাইলেন 'তাপ চড়ে তো' (বিলম্বিত লয়)। আবার সুধীনবাবু গাওয়ালেন 'যদি আকাশ হত আখি'। এই গানটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'শুনুন শুনুন বাবুমশাই' (ফুলেশ্বরী)। সুধীনবাবু গাওয়ালেন 'এক চড়োতেই হাল্লা' ও 'আমি মিস ক্যালকাটা' এবং 'ও শ্যাম যখন তখন' (সাথে সুজাতা মুখোপাধ্যায়) বসন্ত বিলাপ। গানকে পঞ্চপ্রদীপে আর ধূপে আরাধনা করে আসতে হয়, নীতা সেনের সুরে বাবা তারকনাথ ছবিতে এই কথাই বলেছিলেন। অনল চট্টোপাধ্যায়ের সুরে ধরেছিলেন, 'ওগো মনের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকো না / ঘরের দুয়ারে এসো।' আবার শিল্পী গাইলেন 'এই মনজোছনায় আপ ভিজিয়ে এসো না গল্প করি'। শিল্পীদের কাছে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যে কথাটা আসে, সেটার মূল কথাই হল মানুষ। তাই তিনি গাইলেন মন্দির মসজিদ গির্জায় এই গানটি। কোনও এক চেনা পথে আবার মনে পড়ে গেল (তিন ভুবনের পারে) মনের সেই কথাগুলি ইন্দ্রনীল সেনের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন (আদরের বোন)। রাহুলদেব বর্মনের সুরে অমিত কুমারের সাথে দ্বৈত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন 'পেলাম তোমায়' (অপরূপা)। প্রেমের একটা সরল রীতিকে গানে গানে তুলে ধরেছিলেন কিশোরকুমারের সাথে (নিশান ছবিতে)। এইভাবেই বহু গানের ক্ষেত্রে যে মহিলা কণ্ঠটি ভেসে আসে, সেই কণ্ঠের সাথে আমাদের পরিচয়টাও অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। তিনি বাংলা ও হিন্দি গানের মধ্যেই রচনা করেছিলেন একটা অধ্যায়, একজন শিল্পী, আমাদের আপনজন, আরতি মুখোপাধ্যায়।

প্রবীর মিত্র, হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিককরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের কাছে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়